পেট্রোল বিপণন সংস্থাকে জ্বালানির দাম বাড়ানোর নির্দেশ দেয়নি সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা : শিয়রে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচন। তবু রাষ্ট্রায়ত্ত পেট্রোল বিপণন সংস্থাগুলিকে জ্বালানির দাম বাড়ানোর বিষয়ে কোনও নির্দেশ পাঠায়নি কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার এই তথ্য জানিয়েছেন ইন্ডিয়ান অয়েল এবং হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের কর্তারা।

এর আগে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের আগেও কেন্দ্রের তরফে পেট্রোলের দাম না বাড়ানোর নির্দেশ আসে বলে শোনা গিয়েছিল। সেই সময় পেট্রোল ও ডিজেলের লিটার পিছু ৪৫ পয়সা দাম বাড়ানোর প্রস্তাবে নাকি কেন্দ্রের সায় মেলেনি।

জানা গেছে, এবার কর্ণাটক নির্বাচনের আগে লিটার প্রতি এক টাকা পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি রুখতে আনুষ্ঠানিক না হলেও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের তরফ থেকে ঠারেঠোরে ইঙ্গিত পেয়েছে আইওসি, এইচপিসিএল এবং বিপিসিএল-এর মতো রাষ্ট্রায়ত্ত পেট্রোলিয়াম বিপণন সংস্থাগুলি। বুধবার নয়াদিল্লিতে আন্তর্জাতিক এনার্জি ফোরাম (আইইএফ)-এর বৈঠকে যোগ দিতে এসে আইওসি চেয়ারম্যান সঞ্জীব সিং সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'না, পেট্রোলের প্রাত্যহিক মূল্যবৃদ্ধি রুখতে সরকারের তরফে কোনও নির্দেশ পাইনি।'

সরকারি নির্দেশিকা পাননি বলে জানিয়েছেন,এইচপিসিএল ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম কে সুরানাও। এ ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হননি কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এদিকে তেলের দাম না বাড়াতে সরকারি নির্দেশের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ধস নামে রাষ্ট্রায়ত্ত পেট্রোল বিপণন সংস্থাগুলির শেয়ার দরে। এদিন আইওসি-র শেয়ারের দাম পড়ে ৭.৬ শতাংশ, এইচপিসিএল-এর শেয়ারের দাম ৮.৩ শতাংশ পড়ে।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালের জুন মাসে পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি নিজের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে পেট্রোলের দামের উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি তুলে নেওয়া হয়। তবে নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে বেসরকারিভাবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। ২০১৭ সালের জুন মাস থেকে প্রতি মাসের ১ ও ১৬ তারিখে পেট্রোলের দাম নির্ধারণের পুরনো নিয়ম বদলে নিয়মিত দাম নির্ধারণের রীতি চালু হয়।

বস্তুত, এদিন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা নিয়ন্ত্রিত পেট্রোলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। দিল্লিতে এদিন পেট্রোলের লিটার প্রতি দাম দাঁড়ায় ৭৩.৯৮ টাকা এবং ডিজেল লিটার প্রতি ৬৪.৯৬ টাকায় বিক্রি হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল পিছু ৭০ ডলারে বিকোচ্ছে। গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় অর্থ সচিব হাসমুখ আঢিয়া জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ার ফলে শুল্কের হার কমার কোনও আপাত সম্ভাবনা নেই।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত শুল্ক মোট ৯ গুণ বাড়িয়েছে কেন্দ্রে আসীন বিজেপি সরকার।

তবে ২০১৭ সালে মাত্র একবারই লিটার প্রতি ২ টাকা শুল্ক কমানো হয়। সব মিলিয়ে ১৫ মাসে প্রতি লিটার শুল্ক যোগ হয়েছে ১১.২৭ টাকা এবং ডিজেল ১৩.৪৭ টাকা।

চিনা বাদাম চাষ করে অতিরিক্ত লাভ ঘরে তুলতে পারবেন কৃষকরা

স্টাফ রিপোর্টার: প্রচলিত ফসলের পাশাপাশি কম খরচ চিনাবাদাম চাষ করে ভাল লাভ ঘরে তুলতে পারেন কৃষকরা। উল্লেখযোগ্য জাত জেএল-২৪, একে-১২-২৪, এমএইচ-২, আইসিজিএস-১১, টিএজি-২৪ এবং জে-১৮ বীজ বোনার ঠিক পরেই প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম পেন্ডিমিথালিন ২০ ইসি স্প্রে করলে আগাছা বহুলাংশে দমন করা যায়। বীজ বোনার মাসখানেক বাদে এবং ফুল আসার মধ্যে হেক্টর প্রতি ৪০০ কেজি জিপসাম জমিতে প্রয়োগ করলে বাদামে তেলের পরিমাণ বাড়ে। পাশাপাশি দানা পুষ্টিতে সহায়তা করে। ফুল আসার পরে মাটিতে অনুখাদ্য সোহাগা বা বোরাক্স হেক্টরে ৬-৮ কেজি প্রয়োগ করলে সুফল মেলে। পরিচর্যার উপরেই ফলনের পরিমাণ নির্ভর করে।

চিনাবাদামে জল নিকাশি সুবিধাযুক্ত জমি দরকার। বেলে-দোঁয়াশ মাটি এই চাষের জন্য আদর্শ। বছরে দু'বার চিনাবাদামের চাষ করা যায়। প্রাক খরিফ বা গ্রীষ্মকালীন চিনাবাদাম ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে বোনা শুরু হয়ে চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা যাবে। বিঘে প্রতি ৮।১২ কেজি খোসা ছাড়ানো বীজ লাগে। এমএইচ-২ জাতটির জন্য ১৬ কেজি খোসা ছাড়ানো বাদাম লাগবে। বোনার আগে ক্যাপটেন ৫০ শতাংশ আড়াই গ্রাম বা থাইরাম ৭৫ শতাংশ আড়াই গ্রাম হারে প্রতি কেজি বীজ শোধন করে নিতে হবে। একএকর জমিতে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজের সঙ্গে ৪০০ গ্রাম রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে পারলে ভাল। কৃষি বিশেজ্ঞরা বলছেন, কয়েকবার ভালভাবে লাঙল ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। জমি তৈরির সময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। খরিফে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে চিনাবাদাম চাষের জন্য একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ২ কেজি ফসফরাস ও ২০ কেজি পটাশ সার ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। সেচযুক্ত জমিতে গ্রীষ্মকালীন চিনাবাদাম চাষে জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ২৪ কেজি ফসফরাস ও ৩২ কেজি পটাশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। একর প্রতি ৮০-১০০ কেজি জিপসাম দুই সারির মাঝে দিতে পারলে ভাল। বীজ অবশ্যই সারিতে বুনতে হবে। দুই সারির মধ্যে ৩০ সেন্টিমিটার দূরত্ব রাখতে হবে। এমএইচ-২ জাতটির জন্য দুই সারির মধ্যে দূরত্ব হবে ১৫ সেন্টিমিটার। চিনাবাদামের ফুল ফোটার আগে যদি বৃষ্টি হয়ে মাটি চেপে যায়, তাহলে কোদাল বা নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে।

চিনাবাদামের প্রধান রোগ টিক্কা। এই রোগে গাছের পাতা ও ডাঁটিতে কালো দাগ দেখা যায়। ক্লোরোথ্যালোনিল ২ গ্রাম বা কপার হাইড্রক্সাইড ২ গ্রাম বা ডাইফেনোকোনাজল ১ মিলি বা কার্বেন্ডাজিম ম্যানকোজেব আড়াই গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। এছাড়াও বাদামে উইপোকা, জাবপোকা, চিরুনি পোকা ও ল্যাদাপোকার উপদ্রব দেখা দেয়। এই সব পোকার আক্রমণ রোধে ফিপ্রোনিল ১ মিলি বা মনোক্রটোফস দেড় গ্রাম জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

নতুন অর্থবর্ষে আয়কর আইনে ৭টি ধারা পরিবর্তন

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল: মার্চ শেষে এবার শুরু এপ্রিল। যার অর্থ, নতুন অর্থবর্ষ (২০১৮-১৯)-এর সূচনা। যদিও এই অর্থবর্ষের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল না, তবুও করদাতাদের জন্য বেশ কিছু বদল রয়েছে। এই প্রস্তাবিত বদলগুলি ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়েছে।

তাই, পাঠকদের জন্য রইল এই অর্থবর্ষের জন্য আয়কর নিয়মের সাত পরিবর্তন-**১) স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন চালু:** বেতনভোগীদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের ছাড় ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জেটলি। অর্থাৎ, এই অর্থবর্ষ থেকে আয়ের উপর ব্যক্তিগত ব্যয় বাবদ ছাড় উল্লেখ করতে পারবেন করদাতারা। ৪০ হাজার পর্যন্ত এই ছাড়ের সপক্ষে কোনও নথি জমা দিতে হবে না। তবে একইসঙ্গে পরিবহণ ও স্বাস্থ্য খরচের বিষয়টি বাদ পড়েছে। **২) বাড়তি সেস:** নাগরিকদের আয়েরউপর সেস ৩ শতাংশ থেকে বাড়ি ৪ শতাংশ করা হয়েছে।

যে কোনও ট্যাক্স-স্ল্যাবের নাগরিকদের জন্যই এই নিয়ম প্রযোজ্য। **৩) ইক্যুইটির উপর দীর্ঘমেয়াদি মূলধন লাভ:** ইক্যুইটি শেয়ার বা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট বিক্রি বাবদ লাভ ১ লাখের বেশি হলে ১০ শতাংশ কর চালু করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। **৪) ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের ডিভিডেন্টের উপর কর:** ডিভিডেন্ট বণ্টনের ক্ষেত্রে ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফাণ্ডগুলিকে ১০ শতাংশ কর দিতে হবে। **৫) প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ছাড়:** ব্যাঙ্ক, ডাকঘরে জমায় প্রবীণদের করমুক্ত সুদের সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। পাশাপাশি, ফিক্সড ও রেকারিং ডিপোজিটেও সুদে টিডিএস থাকছে না। স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম, চিকিৎসা খরচেও ছাড় দেওয়া হয়েছে। জীবন বিমায় ৮ শতাংশ রিটার্ন ও লগ্নির সীমা বাড়ানো হয়েছে। **৬) প্রধানমন্ত্রী ব্যয় বন্দনা যোজনা:** কম সুদের জমানায় প্রবীণ নাগরিকদের জন্য অন্যতম সুরাহা এই প্রকল্প। আগে সর্বাধিক ৭.৫ লাখ পর্যন্ত লগ্নি করতে পারতেন প্রবীণ নাগরিকরা। কিন্তু, এবার সেই সীমা বাড়িয়ে ১৫ লাখ করা হয়েছে। **৭) এনপিএস-এ টাকা তোলার ক্ষেত্রে আয়কর ছাড়:** এনপিএস বা জাতীয় পেনশন প্রকল্পের নন-এমপ্লয়ি সাবস্ক্রাইবার-রা মেয়াদের মাঝে ৪০ শতাংশ টাকা তুলতে পারবেন। এর ফলে অ্যাকাউন্ট বন্ধের সময় বকেয়া নিতে গেলে অতিরিক্ত কর দিতে হবে না।

প্রেস ক্লাবে ফ্লাবিয়া গ্রুপের প্রোডাক্ট লঞ্চ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আধিকারীকরা। নিজস্ব চিত্র

বেসরকারীকরণের পথে এয়ার ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল: বেসরকারিকরণের পথে এয়ার ইন্ডিয়া। এই ঘোষণা হওয়ার পর চারটি নামি বিদেশি বিমানসংস্থা ভারতীয় এই এয়ারলাইন্স কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আগ্রহী সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, লুফথহান্সা এবং সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স। বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত এক আধিকারিক টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে জানিয়েছেন, এয়ার ইন্ডিয়া কেনার জন্য প্রাথমিক আগ্রহ জানিয়েছে গল্ফ কেরিয়ারও। যে চারটি সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করেছে তার মধ্যে একটি সংস্থার এয়ার ইন্ডিয়ায় অংশীদারি রয়েছে। একটি বিদেশি সংস্থা তখনই এয়ার ইন্ডিয়ার সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারে যেতে পারবে যখন এদেশের কোনও সংস্থার সঙ্গে অন্তত ৫১ শতাংশ-এর পার্টনারশিপ থাকবে। এয়ার ইন্ডিয়া কেনার আগে এই শর্ত বিদেশি বিমান সংস্থাগুলিকে পূরণ করতে হবে।

দীর্ঘদিন ধরে ঘাটতিতে চলা জাতীয় বিমান সংস্থার ৭৬ শতাংশ বিক্রি করে দেওয়ার ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে এ বিষয়ে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স গ্রুপের (ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের পেরেন্ট সংস্থা) সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানায়, 'কোনওরকম গুজব বা জল্পনা নিয়ে মন্তব্য আমরা করি না। বর্তমানে আমরা ভিস্তারার বিস্তার নিয়েই ব্যস্ত। তবে আমরা এয়ার ইন্ডিয়া সংক্রান্ত আলোচনা রাস্তা খুলে রাখছি।' দু'টি ভারতীয় বিমান সংস্থা জেট এয়ারওয়েজ এবং ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স অবশ্য আগেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যে শর্ত রাখা হয়েছে তা মেনে এয়ার ইন্ডিয়া কেনা সম্ভব নয়। বর্তমানে এয়ার ইন্ডিয়ার প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার দেনা রয়েছে। দুই উড়ান ও হেলিকপ্টার পরিষেবাকারী সংস্থা বিক্রির সিদ্ধান্তে জোড়া ধাক্কা খেল কেন্দ্র। ইন্ডিগো-র পর মঙ্গলবার জেট এয়ারওয়েজ জানিয়ে দিল এয়ার ইন্ডিয়া-র বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়ায় তারা অংশ নেবে না। ঋণভারে জর্জরিত এয়ার ইন্ডিয়া ও তার দুই মালিকানাধীন সংস্থা বিক্রির বিষয়ে কেন্দ্রের কাছে এটা অবশ্যই বড় ধাক্কা। গত সপ্তাহে ইন্ডিগো-র মতোই জেট একই যুক্তি দেখিয়ে জানিয়েছে, প্রক্রিয়ার রূপরেখা তাদের ব্যবসায়িক দিক থেকে নেতিবাচক।

অন্যদিকে, যথেষ্ট সংখ্যায় আগ্রহী সংস্থা না পাওয়ার কারণে পবনহন্স-এর প্রস্তাবিত বিলগ্নিকরণের লক্ষে প্রকাশিত প্রাথমিক তথ্যাবলি সংক্রান্ত মেমোরান্ডাম প্রত্যাহার করল কেন্দ্র। ডিপার্টমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক নোটিস অনুযায়ী, গত বছরের ১৩ অক্টোবর যে বিশদ তথ্যাবলি সংক্রান্ত মেমোরান্ডাম প্রকাশিত করা হয়েছিল, তা পর্যাপ্ত সংখ্যায় নিলামে অংশগ্রহণকারীকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় মেমোরান্ডামটি বাতিল করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী তথ্য শীঘ্রই জানানো হবে। প্রসঙ্গত, পবন হন্স হেলিকপ্টার্স ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই সরকারকে এক চিঠিতে অনুরোধ করেছে, বিক্রি করার বদলে সরকার সংস্থার আইপিও আনার কথা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করুক।

এদিকে, বিলগ্নিকরণ করার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে এয়ার ইন্ডিয়া-র ৭৬ শতাংশ মালিকানা বিক্রি ও সংস্থার পরিচালন নিয়ন্ত্রণকে বেসরকারি সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষে সরকার ইতিমধ্যেই বিশদ প্রাথমিক তথ্যাবলি প্রকাশ করেছে। জেট এয়ারওয়েজ-এর ডেপুটি সিইও এবং সিএফও অমিত আগরওয়াল একই-মেল বিবৃতিতে বলেন, এয়ার ইন্ডিয়া-র বেসরকারিকরণের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। এটা একটা সাহসী পদক্ষেপ। কিন্তু, বিশদ তথ্যাবলি মেমোরান্ডাম-এ সমস্ত শর্ত দেখার পর আমরা সেগুলি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেব না।' তবে কেন সংস্থার এহেন সিদ্ধান্ত, তা তিনি নির্দিষ্ট করে জানাননি। গত মাসে জেট এয়ারওয়েজ, এয়ার ফ্রান্স- কেএলএম এবং ডেল্টা এয়ারলাইন্স-এর একটি কনসর্টিয়াম এয়ার ইন্ডিয়া-র বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে আগ্রহ দেখিয়েছিল। অন্যদিকে, গত ৫ এপ্রিল ইন্ডিগো প্রেসিডেন্ট এবং পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর আদিত্য ঘোষ জানিয়েছিলেন, তাঁরা প্রথম দিন থেকে এয়ার ইন্ডিয়া-র আন্তর্জাতিক পরিচালনা এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস অধিগ্রহণ করতে আগ্রহ দেখিয়েছে। পরে এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন, তবে এয়ার ইন্ডিয়া বিলগ্নিকরণের যে পরিকল্পনা সরকার করেছে, তাতে সেই সুযোগ নেই। পাশাপাশি, আমরা বিশ্বাস করি যে এয়ার ইন্ডিয়া অধিগ্রহণ করার পর তা সাফল্যের সঙ্গে ফের দাঁড় করানোর দক্ষতা আমাদের নেই। প্রসঙ্গত, গত বছর সরকার এয়ার ইন্ডিয়া বিলগ্নিকরণের পরিকল্পনা করার পরেই ইন্ডিগো-ই প্রথম সংস্থা যারা অধিগ্রহণ করতে আগ্রহ দেখিয়েছিল।

গত ২৮ মার্চ এয়ার ইন্ডিয়া বিলগ্নিকরণের লক্ষে সরকার যে মেমোরান্ডাম প্রকাশ করেছে, তাতে বলা হয়েছে, জাতীয় উড়ান সংস্থায় সরকার ২৪ শতাংশ অংশীদারিত্ব রাখবে। আর নিলামের মাধ্যমে যে বা যারা সংস্থার ৭৬ শতাংশ অংশীদারিত্ব কিনবে, তাদের কমপক্ষে টানা তিনি বছর এয়ার ইন্ডিয়া-য় বিনিয়োগ করে যেতে হবে। প্রস্তাবিত বিলগ্নিকরণে এয়ার ইন্ডিয়া ছাড়াও রয়েছে লাভে চলা এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এবং সিঙ্গাপুরের এসএটিএস লিমিটেড-এর সঙ্গে যৌথ সংস্থা এআইএসএটিএস। ওই মেমোরান্ডাম অনুযায়ী, ২০১৭-র ৩১ মার্চ পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়া ও এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস-এর সম্মিলিত দেনা ভার পুর্নবণ্টন করা হবে।

যাত্রী পরিষেবায় চমক আনল ভারতীয় রেল

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল: যাত্রী পরিষেবায় নয়া চমক আনল ভারতীয় রেল। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি)-র ওয়েবসাইটে তৎকালে টিকিট কাটার পদ্ধতিতে বেশকিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। বিশেষত বুক করা টিকিট বাতিল এবং রিফান্ড-এর ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে।

অনলাইনে তৎকালে টিকিট আইআরসিটিসি-র ওয়েবসাইট থেকে বুক করতে হয়। এসি (১এ/২এ/৩এ/সিসি/ইসি/৩ই)-র বুকিং শুরু হয় সকাল ১০টা থেকে। আর স্লিপার ক্লাসের বুকিং ১১টা থেকে।

তৎকাল টিকিটে প্রবীণ নাগরিক বা অন্য কোনও ছাড় মেলে না। পাশাপাশি টিকিট বুক হওয়ার পর, তাতে পরিবর্তন করাও সম্ভব নয়।

সংরক্ষিত টিকিট বাতিল করলে, ভারতীয় রেলের তরফে টাকা ফেরত বা রিফান্ড করা হয় না। তবে ওয়েটিং লিস্টে থাকা টিকিটের ক্ষেত্রে কিছু টাকা কেটে নেওয়া হয়।

তবে ট্রেন ও ঘণ্টা বেশি দেরিতে চললে টিকিটের পুরো ভাড়াই রিফান্ড হিসেবে দাবি করতে পারেন যাত্রী। পাশাপাশি কোনওভাবে রুট বদল করা হলে এবং সেই রুটে যাত্রায় আপত্তি থাকলেও পুরো রিফান্ডের দাবি করা যেতে পারে। রুট বদলের ফলে যাত্রীর গন্তব্য পরিবর্তন হলেও পুরো ভাড়া রিফান্ডের জন্য আপিল করা যায়।

তৎকালের টিকিটের দাম নির্ভর করে কোচের ধরনের উপর। ১০০ কিলোমিটার দূরত্বের ক্ষেতের বাড়তি ভাড়া শুরু হয় ১০ থেকে এবং সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা পর্যন্ত যেতে পারে ৫০০ কিলোমিটার বা কোচের ধরনের ভিত্তিতে।

বেড়েই চলেছে সবজির দাম

স্টাফ রিপোর্টার: আচ্ছে দিন নয়, বরং কঠিন সময় আসতে চলেছে আমজনতার জন্য। বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস, আগামী মাস থেকেই ৪.২৮ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়তে চলেছে ভারতীয় অর্থনীতি। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে মুদ্রাস্ফীতির ছোবল। এই মুহূর্তে মুদ্রাস্ফীতির ছোবল ৪.৪ শতাংশ। এর ফলে অবধারিত ভাবেই খাদ্যশস্য এবং সবজির বাজারে আগুন লাগবে। গত ফেব্রুয়ারিতেই সবজির দাম বাড়ার ইঙ্গিত মিলেছে। তবে বিশেষজ্ঞরা এ-ও নজরে রাখছেন, আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কীভাবে দাম বাড়ে। অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ, কেন্দ্রীয় সরকারকে এখন থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যে ভর্তুকি দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখন সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপরে। কোন নতুন নীতি প্রণয়ন করে এই মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে, সেটা নিয়েই এখন কোমর বাঁধতে হবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে। সারা দেশে সবজি ও পণ্য উৎপাদনের হার ফেব্রুয়ারিতে ৭ শতাংশ বেড়েছে। সেটাকে কী করে কাজে লাগানো যায়, সেটাও ঠিক করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সৌর সমাঝোতা চুক্তিকে কর্ম পরবর্তী অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল: ভারত এবং আন্তর্জাতিক সৌর সমঝোতা মঞ্চের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাবে সম্প্রতি কর্ম পরবর্তী অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার এই বৈঠকে এই চুক্তি স্বাক্ষরের দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি দেওয়া হল কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রককে।

সৌর সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নেতৃত্বদানকারী দেশের সঙ্গে মঞ্চের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের একটি বিশেষ চুক্তি হিসাবে এটিকে গণ্য করা হয়েছে। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে এ বছরের ২৬ মার্চ।

এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ভারতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সৌর সমঝোতা মঞ্চের কাজকর্ম সম্পর্কিত যাবতীয় পন্থাপদ্ধতিকে বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক সৌর সমঝোতা স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে সৌর প্রযুক্তির বিকাশ যেমন একদিকে ত্বরান্বিত হবে, অন্যদিকে তেমনই ভারত সহ মঞ্চের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাজের দায়িত্ব পালনও যথেষ্ট তাৎপর্য লাভ করবে।